দৈনিক ইনকিলাব

034

05 JUL 1988

ঢাকা ঃ মঙ্গলবার, ২০ আষাঢ় ১৩৯৫

প্রসঙ্গ ঃ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের শিক্ষার হার পরিবর্তনের পথে আজ সবচেয়ে বড় অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা কি, এই প্রশ্ন করা হলে, যে কোন বিবেকবান বা সচেতন ব্যক্তির মুখ থেকে তাৎক্ষণিক যে জবাব বেরিয়ে আসবে তা হল ভর্তি সমস্যা। এ সমস্যা যে কত বড় তা ভুক্তভুগিরাই বলতে পারেন। বহু বিতর্কিত কিণ্ডার গার্টেন ও প্রাইমারী স্কুল হতে আরম্ভ করে উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কারিগরী ইনস্টিটিউটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায় এ সমস্যা তত প্রকটতর অনুভূত হয়। বলা বাহুল্য এ সমস্যা দিনকে দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া মেয়েদের ভর্তির জন্য বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে কিছু সুযোগ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্রে এ সুযোগ খুবই ক্ষীণ। এ দেশে মেয়েদের জন্য কিছু পৃথক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় আছে। কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। এ জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা হতে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রী তথা জনসংখ্যার তুলনায় খুবই স্বল্পসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এগুলোতে আসন সংখ্যা ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর অনুপাতে নিতান্ত কম। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হতে অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ও অন্তহীন তদবীরের প্রয়োজন হয়। প্রতিযোগিতা ও তদবীরে উত্তীর্ণ না হয়ে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ জন্য প্রতি বছর অসংখ্য মেধা অকালে বিনষ্ট হচ্ছে। এ অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের জীবনে দেখা দেয় আলস্য নিষ্ক্রিয়তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। এ অবস্থাটা সমাজের অকল্যাণকেই নিশ্চিত করে তুলে। কারণ এ অসংখ্যকে ছাত্র-ছাত্রী যেখানে সমাজে তাদের মেধার সুষ্ঠু ব্যবহার করে দেশের উন্নয়নে সহায়তা করতে পারতো তা অকল্যাণর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাইট শিফট চালু করার পরিকল্পনা নিচ্ছেন। ইহা সত্য যে, নাইট শিফট চালু করলে ছাত্রদের কিছুটা উপকার হবে। তবে ছাত্রীদের জন্য তেমন একটা উপকার হবে বলে মনে হয় না। তখন তাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও অন্যান্য জটিল সমস্যা দেখা দিবে। কারণ এখনই তারা বিভিন্ন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। যা অভিভাবকদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর অভিভাবকগণ চিন্তা ভাবনা করেন, তার মেয়েকে কোথায় লেখাপড়া করাবেন। তার মেয়ে শহরের কোথায় কোন পরিবেশে ও কিভাবে থাকবে। সেখানে কি থাকার জন্য হোস্টেল পাবে? তার কি সেখানে ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা থাকবে?

এসব নানাবিধ চিন্তা-ভাবনা করেও অর্থনৈতিক কারণে অনেক অভিভাবকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার মেয়েকে উচ্চ শিক্ষা করানো ঠিক হবে কিনা চিন্তায় পড়েন। তবু অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে স্বল্প সংখ্যক ছাত্রী দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিটে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু ভর্তির পরেই অভিভাবকগণ কোন অবস্থায় দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে পারেন না। কারণ সহ-শিক্ষার সুযোগে কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ফ্রি মিক্সিং-এর নামে এমন আচরণ করে যে, তা অভিভাবকের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর ফ্রি মিক্সিং মানেই নিত্য নতুন পোশাক আশাকের চাকচিক্য ও অন্যান্য বাড়তি খরচ যা যোগাতে এ গরীব দেশের

সাধারণ অভিভাবকের মাথার উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ঐসব নানাবিধ কারণে কয়েক বছর পূর্বে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নীহার বানু। যা সমস্ত দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শুধু এক নীহার বানুই নয়। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা অহরহ ঘটে চলছে ফ্রি মিক্সিং-এর দরুন।

কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প সময়ের মধ্যে হোস্টেল ত্যাগ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। দূরদূরান্ত হতে আগত ছাত্রীদের স্বল্প সময়ের মধ্যে হোস্টেল ত্যাগ করতে গিয়ে নানা প্রকার ঝুঁকি নিতে হয়। যা নারীদের দিকে বিবেচনা করলে তা অমানবিক দেখা যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান অর্জন করার জন্য নরনারী সবার প্রতি সমান তাকিদ রহিয়াছে। তবে নারীদের সম্বন্ধে তাকিদ আছে যে, তারা যেন পর্দা ও সংযমনিষ্ঠ হয়ে সব কাজ করে। বাংলার নারী জাগরণের মহাননেত্রী বেগম রোকেয়া নারী মুক্তির জন্য যে বিষয়ের উপর বেশী জোর দিয়েছেন তা হলো "নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও ব্যবস্থা" নারী শিক্ষা বলতে তিনি বলেছেন "শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি"।

গোটা কতক পুস্তক পাঠ বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা যা তাদেরকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে।

জগৎখ্যাত নেপোলিয়ান বলেছিলেন, 'আমাকে একজন সুশিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটা আদর্শ জাতি উপহার দেব'। এটি সত্য যে, সুশিক্ষিত ও আদর্শ মাতা বা কন্যা বড় বড় বুলি আওড়ালে পাওয়া যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন উচ্চ শিক্ষিতা এবং ভাল পরিবেশে গড়ে উঠা নারী।

শিক্ষা গ্রহণ নারীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কারণ নারীর হাতেই গঠিত হয় ভবিষ্যতের নাগরিক। The hand that rocks the cradle rules the world. আজ সর্বমহল বুঝতে পেরেছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীকে পশ্চাদপদ করে রাখার বিধান কোন ধর্মেই নেই। ইসলাম ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মে আজ কন্যাকে পালন করবে এবং অতি যত্নে শিক্ষা দেবে। মায়ের কোলেই তৈরি হয় দেশের ভাবী নাগরিক। মা যেইভাবে সন্তানকে শিক্ষিত করে তুলবেন, সেই ভাবে সে গড়ে উঠবে। মায়ের চরিত্রই প্রতিফলিত হয় সন্তানের চরিত্র। সুশিক্ষিত ভদ্র মায়ের সন্তানই সুসন্তান হয়। সুতরাং শিক্ষিত হওয়া প্রত্যেকটি মেয়েরই জীবনাদর্শ হওয়া উচিত।

বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি জনবহুল দরিদ্রতম দেশ। এ দেশের সম্পদ সীমিত। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা দশ কোটি। ২০০০ সালে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১৫ কোটিতে। তার অর্ধেক হবে নারী আর এ ছোট দেশটির সীমিত সম্পদের ভিতর উন্নতি করতে হলে প্রয়োজন পুরুষের সাথে সাথে নারীদের মেধা ও শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহার। অথচ প্রতি বছর অসংখ্য নারীর মেধার অপব্যবহার হচ্ছে। ২০০০ সালে ইহা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। আজ সবাই শিকার করেন যে, নারীদের দেশ গঠনের কাছে অংশীদার ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।

এ কথা সত্য যে, শিক্ষা হচ্ছে সমাজ সংগঠনের প্রধান ও প্রাথমিক শর্ত। সমাজ ও দেশের উন্নয়ন আর প্রগতির জন্য যত পরিকল্পনাই করা হোক না কেন শিক্ষার আলো বঞ্চিত নারী সমাজ কখনই যে সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তব প্রতিফলন দিতে পারবে না যা তা উপলব্ধি করতে পারবে না। মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক যদি অশিক্ষার আঁধারের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে, আলোর পথে এগিয়ে যাওয়া বাকীদেরও বিলম্বিত করবে। কাজেই নারীদের দেশ গঠনের অংশীদার করানোর জন্য প্রয়োজন উচ্চ শিক্ষা। কারণ উচ্চ শিক্ষা ছাড়া তাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা আশা করা যায় না।

বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে বহু প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছেন এবং সমাজ ও দেশে উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিক পালন করছেন। তবে এ সংখ্যা খুবই নগণ্য।

প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প হলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন ধরে অনেকগুলো বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা মহাবিদ্যালয় অত্যন্ত সুনামের সাথে চলে আসছে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক ছাত্রীরা তাদের পরীক্ষায় বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে কৃতিত্বের সাথে পাসও করছে। তাছাড়া সে সমস্তও বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ অন্যান্য সহশিক্ষিকার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনেক ভাল। উপরে বক্তব্য থেকে ইহাই প্রমাণ করে যে, সহশিক্ষার চাইতে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই উত্তম।

বাংলাদেশের শিক্ষার হার খুব একটা সন্তোষজনক নয়। নারীদের ক্ষেত্রে তো আরও কম। আর একটু অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে আনুপাতিক হারে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার হার পুরুষদের চেয়ে অনেক কমতে থাকবে। তার জন্য দায়ী পরিবেশ ও উচ্চ শিক্ষার জন্য স্বল্প সুযোগ এবং শিক্ষা প্রসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাব।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা খুবই সীমিত। তারপর সেখানে অভাব মেয়েদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশ। অনেক বাধা বিঘ্ন ডিঙ্গিয়ে মেয়েরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হয় তখন দেখা দেয় তাদের নানাবিধ সমস্যা, সেখানে অভাব প্রয়োজনীয় সংখ্যক হোস্টেলের। হোস্টেল সংলগ্ন লাইব্রেরীর, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের, খেলাধুলার জন্য আউট ডোর ইন-ডোরে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, সেখানে অভাব চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তাছাড়া কমনরুম, গেস্ট রুম, ক্যান্টিনসহ ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা তো আছেই। এতক্ষণ আমরা যে বিষয় ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করেছি তার মূল কথাই হল নারী শিক্ষার প্রসার দরকার। আমাদের এ সমাজ ব্যবস্থা নারীরা লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত হচ্ছে। পদে পদে প্রতিনিয়ত।

ডাঃ মোঃ আবুল হাসান